Exam – 02

১। নিচের কোনটি অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি?

(ক) হ
(খ) ঘ
(গ) ফ *
(ঘ) ধ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না ,তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে ।যেমন- ক , খ, চ, ত,থ ইত্যাদি ।
- কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় । এরূপ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে । যেমন- গ,ঘ,ঝ,ঢ,ধ ইত্যাদি ।
- ছকে ধ্বনির বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)			
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অন্তপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য	
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন	
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম	

২। ধ্বনি উচ্চারণের জন্য কয়টি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় ?

(ক) ১২ টি *
(খ) ১০ টি
(গ) ১৪ টি
(ঘ) ৮টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধ্বনি উচ্চারণের জন্য ১২ টি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় । যথা –
  - ঠোঁট (ওষ্ঠ ও অধর) ,দাঁতের পাটি
  - দন্তমূল , অগ্রদন্তমূল
  - অগ্রতালু , শক্ততালু
  - পশ্চাৎতালু , নরম তালু ,মূর্ধা

- আলজিভ
- জিহ্বাগ্র
- সম্মুখ জিহ্বা
- পশ্চাৎ জিহ্বা , জিহ্বামূল
- নাসা-গহ্বর
- স্বর-পল্লব ,স্বরতন্ত্রী
- ফুসফুস

➢ ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে ,সেগুলোকে একত্রে বাগযন্ত্র বলে ।

৩। নিচের কোন শব্দে ও-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ হয় ?

(ক) সোনা
(খ) বোন *
(গ) কারো
(ঘ) পুরোভাগ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➢ 'বোন ' শব্দে ও-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ হয় ।
➢ বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয় । যেমন – বোন , গো,জোর,রোগ,ভোর ইত্যাদি ।
➢ অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব হয় । যেমন- সোনা , কারো, পুরোভাগ ইত্যাদি ।

৪। নিচের কোনটি চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতির উদাহরণ নয় ?

(ক) মিঠা>মিঠে
(খ) মুড়া >মুড়ো
(গ) চুলা >চুলো
(ঘ) তুলা >তুলো *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➢ তুলা > তুলো চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতির উদাহরণ নয় ।
➢ একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে । যেমন – তুলা >তুলো , দেশি >দিশি ,মুলা >মুলো ইত্যাদি ।
➢ অন্যদিকে , মিঠা >মিঠে , মুড়া > মুড়ো . চুলা >চুলো হলো চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতির উদাহরণ ।

৫। বাংলা বর্ণমালার বর্তমান রূপদান করেন কে ?

(ক) রাজা রামমোহন রায়
(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *
(ঘ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➢ বাংলা বর্ণমালার বর্তমান রূপদান করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।
➢ ১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয় ' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ।
➢ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণ থেকে ঋ , ৯,৯৯,অং , অঃ বর্ণ বাদ দেন ।
➢ আবার ব্যঞ্জনবর্ণে য় ,ড়,ঢ় যুক্ত করেন ।
➢ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বিরাম চিহ্নের (ইংরেজির আদলে) প্রচলন করেন ।
➢ রাজা রামমোহন রায় সাধু ভাষা প্রসারে এবং সতীদাহ প্রথা বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ।
➢ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে 'চর্যাপদ ' আবিষ্কার করেন ।
➢ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য (মেঘনাদবধ -১৮৬১) , প্রথম সার্থক নাটক (শর্মিষ্ঠা) ও প্রথম সনেটের রচয়িতা ।

৬। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে অর্ধমালা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কত ?

(ক) ৮টি
(খ) ৯টি
(গ) ৭টি *

vidyabari your success benchmark

(ঘ) ৮টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে অর্ধ-মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা ৭টি । যথা- খ,গ,ণ,থ,ধ,প,শ ।
- স্বরবর্ণে অর্ধ-মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা একটি । যথা -ঋ ।
- বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা , অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে – ৩২ টি , ৮টি ও ১০ টি ।
- স্বরবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা চারটি । যথা – এ ,ঐ ,ও , ঔ ।
- ব্যঞ্জনবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা ছয়টি । যথা- ঙ ,ঞ,ৎ,ং ,ঃ,ঁ ।
- পূর্ণমাত্রার স্বরবর্ণের সংখ্যা ছয়টি । যথা – অ , আ , ই , ঈ , উ , ঊ ।
- পূর্ণমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ২৬ টি ।

৭। কোনটি সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি?

(ক) ও

(খ) ই *

(গ) এ

(ঘ) উ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ই' একটি সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি ।
- সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে।
- ছকে বিষয়টি দেখানো হলো -

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিকৃত
নিম্ন		আ		বিকৃত

৮। নিচের কোনটি প্রগত সমীভবনের উদাহরণ ?

(ক) কত্তা

(খ) যদ্দুর

(গ) লগগ *

(ঘ) সপ্প

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- লগ্ন > লগগ হলো প্রগত সমীভবনের উদাহরণ ।
- পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তনকে প্রগত সমীভবন বলে । যেমন-
  - লগ্ন > লগগ
  - চক্র > চকক
  - পদ্ম > পদ্দ ইত্যাদি ।
- কর্তা >কত্তা , যতদূর > যদ্দুর , সর্প > সপ্প হলো পরাগত সমীভবনের উদাহরণ ।

৯। নিচের কোন উদাহরণটি ভিন্ন ?

(ক) সপ্প *

(খ) কল্লাস

(গ) তক্ক

(ঘ) কত্তে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সর্প >সপ্প হলো পরাগত সমীভবনের উদাহরণ ।
- পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হওয়াকে সমীভবন বলে । যেমন – কর্ম>কম্ম , কর্তা >কত্তা , ধর্ম>ধম্ম ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , করলাম > কল্লাম , তর্ক>তক্ক , করতে >কত্তে হলো র-কার লোপের উদাহরণ ।

১০। নিচের কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ নয় ?

(ক) নেবু *

Biddabari your success benchmark

(খ) তরোয়াল
(গ) ডেকস
(ঘ) মজগ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- লেবু > নেবু হলো ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ ।
- শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় একটি ব্যঞ্জনের পরিবর্তে আরেক নতুন ব্যঞ্জনের আগমনকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে । যেমন – কবাট > কপাট , ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , তলোয়ার > তরোয়াল , ডেস্ক > ডেকস , মগজ > মজগ হলো ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ ।

১১। নিচের কোন শব্দে অন্ত্যস্বর লোপ পেয়েছে ?

(ক) ধার
(খ) অগ্রু
(গ) লাউ
(ঘ) আজ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আজি > আজ শব্দে অন্ত্যস্বর লোপ পেয়েছে । এরূপ – আশা > আশ , চারি > চার ইত্যাদি ।
- অলাবু > লাবু > লাউ এবং উদ্ধার > উধার >ধার হলো আদিস্বর লোপের উদাহরণ ।
- অন্যদিকে , অগুরু > অগ্রু হলো মধ্যস্বর লোপের উদাহরণ ।

১২। নিচের কোনটি স্বরভক্তির উদাহরণ ?

(ক) স্রেফ > সেরেফ *
(খ) স্তাবল > আস্তাবল
(গ) মারি > মাইর
(ঘ) সত্য > সত্যি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্রেফ > সেরেফ হলো স্বরভক্তির উদাহরণ ।
- সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে ; একে বলা হয় মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি ।যেমন –
  - রত্ন > রতন
  - প্রীতি > পিরীতি ইত্যাদি ।
- স্তাবল > আস্তাবল হলো আদি স্বরাগমের উদাহরণ । এরূপ- স্কুল > ইস্কুল , স্টেশন > ইস্টিশন
- মারি > মাইর হলো অপিনিহিতির উদাহরণ । এরূপ – আজি > আজ ,বাক্য > বাইক্য ইত্যাদি ।
- সত্য > সত্যি হলো অন্ত্যস্বরাগমের উদাহরণ । এরূপ – দিশ্ > দিশা , বেঞ্চ > বেঞ্চি ।

১৩। নিচের কোন উদাহরণটি অন্য তিনটি থেকে ভিন্ন ?

(ক) মরণ
(খ) ঋণ
(গ) ব্রাহ্মণ *
(ঘ) উষ্ণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ব্রাহ্মণ ' উদাহরটি অন্য তিনটি থেকে ভিন্ন।
- ঋ , র , ষ -এর পরে স্বরধ্বনি ,ষ,য়,ব,হ, ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় । যেমন – কৃপণ , হরিণ , অপর্ণ , লক্ষণ ইত্যাদি ।
- ঋ , র, ষ এর পরে মূর্ধন্য 'ণ ' হয় । যেমন -মরণ , ঋণ, উষ্ণ , কারণ , বর্ণ , বর্ণনা , ব্যাকরণ , ভাষণ ইত্যাদি ।

১৪। নিচের কোন শব্দ ব্যতিক্রম ?

(ক) ভাণ

vidyabari your success benchmark

(খ) ভাষণ *
(গ) বিপণি
(ঘ) শাণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘ভাষণ ‘ শব্দটি অন্য তিনটি শব্দ থেকে ব্যতিক্রম ।
- ঋ , র, ষ এর পরে মূর্ধন্য ‘ণ’ হয় । যেমন- ঋণ , তৃণ , বর্ণনা , মরণ,কারণ , ব্যাকরণ , ভাষণ, উষ্ণ ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , শাণ , ভাণ ,বিপণি শব্দে স্বভাবতই ‘ণ’ হয় ।এরূপ -চাণক্য , মাণক্য, বাণিজ্য,লবণ , মণ,বেণু , কল্যাণ ,শোণিত , মণি , স্থাণু , বেণী ইত্যাদি ।

১৫। নিচের যে শব্দটিতে স্বভাবতই ‘ ণ ‘ হয় -

(ক) তৃণ *
(খ) লক্ষণ
(গ) অপর্ণ
(ঘ) ভীষণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘তৃণ ‘ শব্দে স্বভাবতই ‘ন’ হয় । এরূপ - চাণক্য , মাণক্য, বাণিজ্য,লবণ , মণ,বেণু , কল্যাণ ,শোণিত , মণি , স্থাণু , বেণী ,আপণ, লাবণ্য , চিক্কণ ,কণিকা ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে লক্ষণ , অর্পণ , ভীষণ ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে।

১৬। নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ‘ ষ ‘ হয় ?

(ক) ষড়যন্ত্র *
(খ) ওষ্ঠ
(গ) বর্ষণ
(ঘ) কৃষক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ষড়যন্ত্র শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ‘ ষ ‘ হয় ।এরূপ – রোষ , আষাঢ় , ভাষণ , ঊষা , পৌষ , কলুষ , পাষাণ , মানুষ ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , ওষ্ঠ , বর্ষণ ও কৃষক শব্দ ষ-ত্ব বিধানের নিয়মানুযায়ী হয়েছে ।

১৭। নিচের কোন শব্দটি ব্যতিক্রম ?

(ক) ঋষি *
(খ) পোশাক
(গ) ধূলিসাৎ
(ঘ) জিনিস

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘ঋষি’ শব্দটি ‘ ষ-ত্ব বিধানের নিয়মানুসারে হয়েছে ।
- ‘ঋ’ এবং ঋ-কারের পর ‘ষ’ হয় । যেমন- ঋষি , কৃষক ,উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি , সৃষ্টি ইত্যাদি
- পোশাক ও জিনিস বিদেশি শব্দ বলে ‘ষ’ হয় না ।এরূপ-মাস্টার , পোস্ট ইত্যাদি ।
- সংস্কৃত ‘সাৎ’ প্রত্যয়যুক্ত পদে ‘ষ’ হয়না । যেমন-ধূলিসাৎ , ভূমিসাৎ ইত্যাদি ।

১৮। নিচের কোন দুটি ঘোষ ধ্বনি ?

(ক) ত , থ
(খ) ব , ঢ *
(গ) চ, ভ
(ঘ) প , ছ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব , ঢ দুটি ঘোষ ধ্বনি ।
- যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় , তাই ঘোষ ধ্বনি ।
- নিচের ছকে ব্যঞ্জন ধ্বনির অঘোষ , ঘোষ ,অল্পপ্রাণ ,মহাপ্রাণ দেখানো হলো –

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম

১৯। নিচের কোনটি ব্যতিক্রম শব্দ?

(ক) ষড়যন্ত্র
(খ) কোষ
(গ) ওষ্ঠ *
(ঘ) দ্বেষ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ওষ্ঠ ' শব্দটি ব্যতিক্রম ।
- ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয় ।যেমন – ওষ্ঠ , কষ্ট , নষ্ট, স্পষ্ট , কাষ্ঠ ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , ষড়ঋতু , দ্বেষ , কোষ শব্দে স্বভাবতই হয় । এরূপ – রোষ , কোষ , আষাঢ় , ভাষণ , ভাষা , কলুষ , পাষাণ , মানুষ ইত্যাদি ।

২০। নিচের কোনটি পরাগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ নয় ?

(ক) শিখা >শেখা
(খ) দেশি >দিশি
(গ) ফিতা > ফিতে *
(ঘ) লিখে >লেখে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ফিতা > ফিতে ' প্রগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ ।
- আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে । যেমন -ফিতা >ফিতে , শিকা > শিকে , মিথ্যা > মিথ্যে ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , শিখা >শেখা , দেশি>দিশি , লিখে>লেখে হলো পরাগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ। এরূপ -বুনা >বোনা , খুদা >খোদা , শুনা >শোনা ইত্যাদি ।

২১। All the articles in English grammar are-

(ক) noun
(খ) adverb
(গ) pronoun
(ঘ) adjective *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- A , an, the এই তিনটি article -কে আমরা determiner হিসেবে চিনি। তবে a,an,the এই তিনটি article মূলত demonstrative adjective হিসেবে কাজ করে । যেমন - He gave <u>me</u> a pen .
- আরো কিছু demonstrative adjective এর উদাহরণ হল - this,these, that,those ইত্যাদি । এগুলো আবার demonstrative pronoun হিসেবেও পরিচিত। মূলত demonstrative pronoun গুলো noun এর পূর্বে বসে demonstrative adjective এর কাজ করে । যেমন – <u>This</u> book is mine .
- তাই অপশন (ঘ)-ই সঠিক উত্তর ।

২২। She sings extremely well. Here ``Well'' is –

(ক) noun
(খ) adjective
(গ) adverb *
(ঘ)pronoun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''সে অত্যাধিক সুন্দর করে গান গায় ।'' এখানে সুন্দর অর্থ well গান গাওয়াকে অর্থাৎ verb ``sing'' কে modify করেছে । তাই well এখানে adverb ।তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন এখানে extremely কী ? উত্তর হল extremelyও adverb । কারণ

Biddabari your success benchmark

adverb স্বয়ং adverb-কেই modify করতে পারে ।

- তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর ।

২৩। He gave me some book. Here ``Some '' is-

(ক) noun
(খ) adjective *
(গ) adverb
(ঘ) pronoun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যে ``book'' শব্দটি noun. ``Some'' book এর পূর্বে বসে ``book'' কে modify করায় adjective হিসেবে কাজ করছে ।
- ``Some'' মূলত adjective of quantity এর উদাহরণ । আরো কিছু adjective of quantity এর উদাহরণ হল : much,little , enough ,all , no , any, whole ইত্যাদি ।
- Adjective of quantity ``noun'' বা ``pronoun'' এর পরিমাণ নির্দেশ করে । যেমন-He has little intelligence .

২৪। An adverb does not modify---

(ক) noun *
(খ) adjectives
(গ) verbs
(ঘ) adverbs

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে Word বাক্যে noun বা pronoun ব্যতীত অন্য যে কোনো Parts of Speech কে modify করে,তাকে adverb বলে ।
- Adverb ``adjective'' কে modify করে । যেমন - He is little known (সে অল্প পরিচিত)
- Adverb ``verb'' কে modify করে । যেমন – The boy writes well. (ছেলেটি ভাল লেখে) ।
- Adverb স্বয়ং ``adverb''-কেই modify করে । যেমন- She sings extremely well (সে অত্যাধিক সুন্দর করে গান গায় ।
- Adverb ``noun'' বা ``pronoun'' কে modify করতে পারে না ।
- তাই অপশন (ক)-ই সঠিক উত্তর ।

২৫। Which one is an example of ordinal numeral adjective?

(ক) Three
(খ) Triple
(গ) Third *
(ঘ) single

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Noun বা Pronoun এর নির্দিষ্ট সংখ্যা , ক্রম , গুণ প্রকাশ করতে যে ধরনের adjective ব্যবহৃত হয় , তাকে definite numeral adjective বলে ।
- Definite numeral adjective তিন প্রকার । যথা :
- Cardinal Adjective : one,two,three ইত্যাদি ।
- Ordinal numeral adjective : First , second , third ইত্যাদি।
- Multiplicative numeral adjective : Single , double , triple ইত্যাদি ।
- `` Third '' শব্দটি Ordinal numeral adjective এর উদাহরণ ।
- তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর ।

২৬। Which sentence contains an example of adverb of manner?

(ক) He came close to me

Bidabari your success benchmark

(খ) The girl dances nicely *
(গ) He will go tomorrow
(ঘ) Please do not look back

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Verb কে How দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই adverb of manner . এটি মূলত কার্য সম্পন্ন হওয়ার পদ্ধতি নির্দেশ করে ।
- অপশন (ক) বাক্যটির অর্থ সে আমার কাছে আসল । এই বাক্যে Close adverb . কিন্তু Close-এর পরিবর্তে বাক্যটিকে How দ্বারা প্রশ্ন করা প্রাসঙ্গিক হয় না ।
- অপশন (গ) বাক্যটির অর্থ সে আগামীকাল আসবে । Tomorrow এখানে adverb.তাই Tomorrow এর পরিবর্তে how দ্বারা প্রশ্ন করা প্রাসঙ্গিক নয় ।
- অপশন (ঘ) বাক্যটির অর্থ দয়া করে পিছনে তাকাইয়ো না । এখানে back শব্দটি adverb . How দ্বারা প্রশ্ন করলে ''back'' উত্তরটি প্রাসঙ্গিক নয় ।
- অপশন (খ) বাক্যটির অর্থ মেয়েটি সুন্দর করে নাচে । মেয়েটি কীভাবে নাচে ? উত্তর হল সুন্দর করে (nicely)। বাক্যটিতে nicely-এর পরিবর্তে how দ্বারা প্রশ্ন করা যায় । তাই অপশন (খ)-ই সঠিক উত্তর ।
-

২৭। This is our house .Here ``Our'' is -

(ক) Numeral adjective
(খ) Quantitative adjective
(গ) Descriptive adjective
(ঘ) Pronominal adjective *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোন pronoun যখন একাকী না বসে কোন noun এর পূর্বে বসে adjective এর ন্যায় কাজ করে তাকে Pronominal adjective বলে ।যেমন- each , which , whose ইত্যাদি ।
- ''Our '' মূলত Possessive pronominal adjective .আরো কিছু Possessive pronominal adjective এর উদাহরণ হল : My, your ,his ,her , their, one's ইত্যাদি।
- তাই অপশন (ঘ)-ই সঠিক উত্তর ।

২৮। ``The young man was running fast''. Identify the adverb in the sentence .

(ক) Young
(খ) The
(গ) Running
(ঘ) Fast *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাক্যের অর্থ ''যুবক লোকটি দ্রুত দৌঁড়ায়'' ।
- অপশন (ক) young শব্দটি noun ``man'' কে modify করেছে তাই young শব্দটি adjective .
- অপশন (খ) ``The'' মূলত একটি determiner যা কোন nounএর পূর্বে বসে demonstrative adjective এর কাজ করে । ``The'' কোনো noun এর পূর্বে বসে ``noun''-কে নির্দিষ্ট করে তাই ``the''-কে definite article বলে ।
- অপশন (গ) 'Running' শব্দটি বাক্যের মূল verb হিসেবে কাজ করে ।
- অপশন (ঘ) ''Fast''শব্দটি বাক্যের verb ``run''কে modify করেছে তাই ''Fast '' এই বাক্যে adverb এর কাজ করছে ।
- তাই অপশন (ঘ)-ই সঠিক উত্তর ।

২৯। --- parent plays a different but important role in a child's life.

(ক) Each *
(খ) One
(গ) Anyone
(ঘ) The

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যে ''Parent'' শব্দটি noun । তাই শূন্যস্থানে adjective বসে Parent কে modify করবে । অর্থাৎ এই বাক্যে adjective +Parent একত্রিত হয়ে subject হিসেবে কাজ করবে ।
- অপশন (খ) ``One'' শূন্যস্থানে বসালে বাক্যের অর্থ হবে এরকম -অনির্দিষ্ট কোন একজন পিতা বা মাতা তার সন্তানের জীবনে ভিন্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।অর্থাৎ এখানে একজন পিতা বা মাতার কথা বলা হয়েছে যা আসলে বাস্তবিক নয় ।
- অপশন (গ) Anyone নিজেই subject হিসেবে কাজ করতে পারে । তাই Anyone কোন noun এর পূর্বে বসতে পারে না ।
- অপশন (ঘ) The শূন্যস্থানে বসালে কোন একজন পিতা বা মাতাকে নির্দিষ্ট করে বোঝায় । অর্থাৎ এখানে নির্দিষ্ট একজনের কথা বলা হয়েছে যা বাস্তব নয় ।
- শূন্যস্থানে অপশন (ক) Each বসালে বাক্যটি অর্থপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হবে । তখন বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে প্রত্যেক পিতা বা মাতাই তার সন্তানের জীবনে ভিন্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।
- তাই অপশন (ক)-ই সঠিক উত্তর ।

৩০।Which of the following sentence contains an example of adverb of place ?

(ক) Please, look above *
(খ) He came to office late
(গ) The bird flies swiftly
(ঘ) The bird sings sweetly

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশন (খ) বাক্যটির অর্থ '' সে দেরিতে অফিসে আসল ''। যদি বাক্যটিকে when (কখন) দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাহলে উত্তর হবে দেরিতে । তাই এটি Adverb of time এর উদাহরণ ।
- অপশন (গ) বাক্যটির অর্থ ''পাখিটি দ্রুত উড়ে ।'' ''swiftly'' উঠিয়ে বাক্যটিকে কীভাবে (How) দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর হবে দ্রুত (swiftly) । তাই এটি Adverb of manner- এর উদাহরণ ।
- অপশন (ঘ) বাক্যটির অর্থ ''পাখিটি সুমধুর গান গায় ।'' সুমধুর উঠিয়ে বাক্যটিকে কীভাবে (How) দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর হবে সুমধুর (sweetly) । তাই এটি Adverb of manner- এর উদাহরণ ।
- অপশন (ক) বাক্যটির অর্থ ''দয়া করে উপরে তাকাও।'' ''উপরে'' শব্দটি উঠিয়ে বাক্যটিকে কোথায় (Where) দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর হবে উপরে । তাই এটি Adverb of place - এর উদাহরণ ।
- তাই অপশন (ক)-ই সঠিক উত্তর।

৩১। ''The college teacher is popular among his student''. Here which word is adjective ?

(ক) among
(খ) college

(গ) popular
(ঘ) Both (b) and (c) *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশন (ক) among একটি preposition । অনেকের মধ্যে বোঝাতে among ব্যবহৃত হয় ।
- অপশন (খ) college শব্দটি মূলত একটি noun । তবে প্রদত্ত বাক্যে college শব্দটি noun ''teacher'' এর পূর্বে বসে teacher কে modify করায় adjective হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।
- অপশন (গ) `` popular'' শব্দটিও adjective । ''Popular'' শব্দের অর্থ জনপ্রিয় ।
- তাই এই বাক্যে college ও popular উভয়ই adjective হওয়ায় অপশন (ঘ)-ই সঠিক উত্তর ।

৩২। Which of the following is an adverb ?

(ক) somebody
(খ) something
(গ) someone
(ঘ) sometime *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশন (ক) ''somebody'' কেউ একজন অর্থে ব্যবহৃত হয় , যা কোনো বাক্যে subject/object হিসেবে ব্যবহৃত হয় । somebody মূলত একটি Indefinite pronoun.
- অপশন (খ) ''Something'' কোনো কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয় , something কোনো বাক্যের subject/object হিসেবে ব্যবহৃত হয় । এটিও একটি Indefinite pronoun.
- অপশন (গ)'' someone'' কেউ একজন অর্থে ব্যবহৃত হয় । somebody ও someone এর ব্যবহার একই । তাই এটিও একটি Indefinite pronoun.
- অপশন (ঘ) ``Sometime'' -ই একজন অর্থে ব্যবহৃত হয় । Sometime যুক্ত বাক্যকে ``Sometime'' এর পরিবর্তে When দ্বারা প্রশ্ন করলে ``Sometime'' উত্তরটিই পাওয়া যায় । তাই Sometime হল Adverb of time এর উদাহরণ । অতএব অপশন (ঘ)-ই সঠিক উত্তর ।

৩৩। Choose the correct sentence .

(ক) Give me a ten page book *
(খ) Give me a ten pages book
(গ) Give me ten pages book
(ঘ) Give me a ten pages books

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- One, two,three ইত্যাদি এগুলো হল Cardinal number . Cardinal number অন্য একটি noun এর পূর্বে বসে Compound adjective তৈরি করতে পারে ।
- Compound adjective-টি যে noun দিয়ে তৈরি হবে ঐ Noun-টির পূর্বে Plural Cardinal number যেমন - two,three,four ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও কখনই Noun টিকে Plural করা যাবে না ।
- প্রদত্ত বাক্যগুলোতে Compound adjective তৈরি করতে যে Noun টি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল page . তাই এখানে ``Page'' শব্দটির Plural করা যাবে না ।
- অপশন (খ),(গ) ও (ঘ) -তে ``pages'' ব্যবহৃত হওয়ায় অপশনগুলো সঠিক নয় ।
- তাই অপশন (ক)-ই সঠিক উত্তর ।

Biddabari your success benchmark

৩৪। He went home last night . Identify the adverb in the sentence .

(ক) He
(খ) home
(গ) last night
(ঘ) both (b) and (c) *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''সে গতকাল বাড়ি গিয়েছিল ।''
- অপশন (ক) 'He' শব্দটি বাক্যের subject হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । বাক্যের subject সবসময় noun / pronoun হয় । ''He'' মূলত একটি personal pronoun .
- অপশন (খ) ``home'' শব্দটি বাক্য থেকে উঠিয়ে বাক্যটিকে কোথায় (Where) দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর home পাওয়া যায় । । তাই এটি Adverb of place.
- অপশন (গ) ``last night '' শব্দটি বাক্য থেকে উঠিয়ে বাক্যটিকে কখন (When) দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর last night পাওয়া যায় । । তাই এটি Adverb of time .
- অপশন (ক) home ও (গ) last night উভয়ই adverb হওয়ায় অপশন (ঘ)-ই সঠিক উত্তর ।

৩৫। Iron feels hard. Here ``Hard'' is -

(ক) noun
(খ) adjective *
(গ) adverb
(ঘ) verb

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ লোহা শক্ত অনুভূত হয় । অর্থাৎ Hard শব্দটি এই বাক্যে Verb `Feel ' কে modify করছে । Verbকে modify করে adverb .
- তবে Feel একটি linking verb হওয়ায় ``Hard'' শব্দটি adverb নয় adjective. এরকম আরো কিছু linking verbআছে যেগুলোর পর adjective বসে । যেমন- seem, look, appear, become ইত্যাদি ।
- তাই অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর ।

৩৬। Please, sit down. Here `down' is -

(ক) preposition
(খ) adverb *
(গ) verb
(ঘ) none of them

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নিচে অর্থে ``down'' ব্যবহৃত হয় । downমূলত একটি preposition. তবে adverb হিসেবেও down ব্যবহৃত হয় । ``down'' preposition নাকি adverb তা নির্ভর করে এর position এর উপর ।
- সাধারণত preposition এর পর কোনো noun বা pronoun না থাকলে ঐ preposition টি বাক্যে adverb হিসেবে ব্যবহৃত হয় । প্রদত্ত বাক্যে down এরপর আর কোনো শব্দই নেই । তাই বাক্যে এটি adverb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । অতএব অপশন (খ) -ই সঠিক উত্তর ।
- Prepositionহিসেবে downএর উদাহরণ হল - The man ran down the hill .(লোকটি পাহাড় থেকে দৌড়ে নিচে নামল)। খেয়াল করুন এই down এর পর determiner হিসেবে the তারপর noun হিসেবে ``hill'' ব্যবহৃত হয়েছে ।

৩৭। My mother made my coffee hot. Here ``hot'' is -

(ক) noun
(খ) verb

(গ) adjective *
(ঘ) adverb

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Causative verb (make /get/let)+object + adjective বসে ।
- প্রদত্ত বাক্যে Causative verb ''made'' এরপর object হিসেবে ''my coffee''ব্যবহৃত হয়েছে ।
- সূত্রানুযায়ী এরপর adjective বসবে ''hot'' adjective টি object ``my coffee'' এরপরে বসে my coffee কেই modify করছে ।
- তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর ।

৩৮।The people of our country usually take meal twice . Here ``twice'' is -

(ক) adverb of degree
(খ) adverb of time
(গ) adverb of frequency *
(ঘ) adverb of place

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো বাক্যের Verb-কে how much(কতটুকু)দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই adverb of degree .
- Almost,very,too,much ,little ইত্যাদি adverb of degree এর উদাহরণ ।
- Adverb of time হল বাক্যের verb কে when দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা । যেমন- Now , Then , soon , yesterday , tomorrow ইত্যাদি হল Adverb of time এর উদাহরণ ।
- কোনো বাক্যের Verb-কে where দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই adverb of place .
- Here, there, nearby , far , abroad ইত্যাদি adverb of place এর উদাহরণ ।
- Adverb of frequency হল বাক্যের verb কে how often(কতবার) দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা । যেমন- Once , Twice , thrice , always ,often ,never ইত্যাদি হল Adverb of frequency এর উদাহরণ ।
- তাই অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর ।

৩৯। Neither report is true .Here ``Neither'' is -

(ক) verb
(খ) pronoun
(গ) adverb
(ঘ) adjective *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Distributive pronoun (each ,every , either ,neither)যখন noun এর পূর্বে বসে adjectiveএর ন্যায় কাজ করে তখন তাকে Distributive pronoun বলে । যেমন - Each book has a beautiful cover .
- প্রদত্ত বাক্যে ``report '' শব্দটি noun । ``Neither ''শব্দটি ``report''এর আগে বসেreport কে modify করেছে । অতএব Neither এখানে adjective এর কাজ করায় অপশন (ঘ) -ই সঠিক উত্তর ।

৪০। ``Who wants to go next ?''.Here ``next'' is-

(ক) noun
(খ) adjective
(গ) adverb *
(ঘ) preposition

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যের অর্থ ''কে পরে যেতে চায়'' ।

- অপশন (ক) noun হবে না। প্রদত্ত বাক্যে ``go'' transitive verb হওয়ায় ``go'' object (noun /pronoun) গ্রহণ করে না।
- অপশন (খ) adjective হবে না। ''next'' প্রদত্ত বাক্যে adjective হলে এরপর অবশ্যই কোনো noun থাকতে হত।
- অপশন (ঘ) preposition হবে না। কারণ preposition এর পর কোনো noun বা pronoun থাকে এবং preposition তার পরে বসা noun বা pronoun এর সাথে এর পূর্বে বসা অন্য শব্দের সম্পর্ক তৈরি করে।
- অপশন (গ) adverb -ই সঠিক উত্তর। কারণ ''nexr'' শব্দটি প্রদত্ত বাক্যের verb ``go'' কে modify করেছে ।

৪১। নিচের কোন ভগ্নাংশটি সবচেয়ে বড়?

(ক) $\frac{১৩}{১৫}$ *

(খ) $\frac{২}{৩}$

(গ) $\frac{৪}{৫}$

(ঘ) $\frac{১}{২}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$\frac{১৩}{১৫}$ ও $\frac{২}{৩}$ এর মাঝে = ১৩ × ৩ > ২ × ১৫

= ৩৯ > ৩০

= $\frac{১৩}{১৫} > \frac{২}{৩}$

$\frac{১৩}{১৫}$ ও $\frac{৪}{৫}$ এর মাঝে = ১৩ × ৫ > ৪ × ১৫

= ৬৫ > ৬০

= $\frac{১৩}{১৫} > \frac{৪}{৫}$

$\frac{১৩}{১৫}$ ও $\frac{১}{২}$ এর মাঝে = ১৩ × ২ > ১ × ১৫

= ২৬ > ১৫

= $\frac{১৩}{১৫} > \frac{১}{২}$

∴ নির্ণেয় বড় ভগ্নাংশটি $\frac{১৩}{১৫}$ ।

৪২। ৫ : ১৮, ৭ : ২ এবং ৩ : ৬ এর মিশ্র অনুপাত কত?

(ক) ৩৬ : ৭২

(খ) ৩৫ : ৭০

(গ) ৩৫ : ৭২*

(ঘ) ২৫ : ৭০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অনুপাত তিনটির পূর্ব রাশিগুলোর গুণফল,

= ৫ × ৭ × ৩ = ১০৫

অনুপাত তিনটির উত্তর রাশিগুলোর গুণফল,

= ১৮ × ২ × ৬ = ২১৬

∴ নির্ণেয় মিশ্র অনুপাত = ১০৫ : ২১৬ = ৩৫ : ৭২।

৪৩। ৩৩$\frac{১}{৩}$ % এর সমান ভগ্নাংশ কত হবে?

(ক) $\frac{৩}{১০}$

(খ) $\frac{১০}{৩}$

(গ) $\frac{৩}{৫}$

Bidyabari your success benchmark

(ঘ) $\frac{১}{৩}$ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$৩৩\frac{১}{৩}\%$

$= \frac{১০০}{৩} \times \frac{১}{১০০}$

$= \frac{১}{৩}$

৪৪। 3, 6, 7 এর ৪র্থ সমানুপাতি কোনটি?

(ক) 12
(খ) 14*
(গ) 10
(ঘ) 11

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনেকরি, ৪র্থ সমানুপাতি = x
প্রশ্নমতে,
3 : 6 = 7 : x

$\Rightarrow \frac{3}{6} = \frac{7}{x}$

$\Rightarrow x \times 3 = 7 \times 6$

$\Rightarrow x = \frac{7 \times 6}{3}$

$\therefore x = 14$

$\therefore$ ৪র্থ সমানুপাতি 14.

৪৫। 0.1 × 0.1 × 0.1 = ?

(ক) 0.1
(খ) 0.01
(গ) 0.001*
(ঘ) 1.1

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$0.1 \times 0.1 \times 0.1$

$= \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$

$= \frac{1}{1000} = 0.001$

৪৬। ধানে চাল ও তুষের অনুপাত 7 : 3 হলে, এতে শতকরা কি পরিমাণ চাল আছে?

(ক) 10%
(খ) 40%
(গ) 30%
(ঘ) 70%*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে,
চাল ও তুষের অনুপাত = 7 : 3
অনুপাত দুটির যোগফল = 7 + 3 = 10

$\therefore$ ধানে চালের পরিমাণ = $\frac{7}{10}$

$\therefore$ ধানের শতকরা চাল আছে = $\frac{7}{10} \times 100\% = 70\%$

৪৭। ২০০ এর $\frac{১}{২}$ % এর সাথে ১০০ যোগ করলে সংখ্যাটি কত হবে?

(ক) ২০০
(খ) ১৫০
(গ) ২০১
(ঘ) ১০১*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

২০০ এর $\frac{১}{২}\%$ + ১০০

$= ২০০ \times \frac{১}{২} \times \frac{১}{১০০} + ১০০$

$= \frac{২০০}{২০০} + ১০০$

= ১ + ১০০ = ১০১

Biddabari your success benchmark

৪৮। দুইটি সংখ্যার যোগফল ৪। যদি সংখ্যাগুলো 3 : 1 অনুপাতে থাকে, তবে সংখ্যা দুটির গুণফল কত?

(ক) 12*
(খ) 9
(গ) 16
(ঘ) 15

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
দুইটি সংখ্যার যোগফল = 8
এবং সংখ্যা দুইটির অনুপাত = 3 : 1
মনেকরি,
সংখ্যা দুইটি 3x ও x
শর্তমতে,
$3x + x = 8$
$\Rightarrow 4x = 8$
$\therefore x = 2$
$\therefore$ সংখ্যা দুইটির গুণফল = $3x.x$
$= 3x^2$
$= 3.2^2$
$= 3.4$
$= 12$

৪৯। একটি খুঁটির $\frac{১}{৩}$ অংশ মাটির নিচে এবং $\frac{১}{২}$ অংশ পানির নিচে থাকলে মোট কত অংশ পানির উপরে আছে?

(ক) $\frac{৫}{৬}$
(খ) $\frac{২}{৩}$
(গ) $\frac{১}{৩}$
(ঘ) $\frac{১}{৫}$ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মাটির নিচে ও পানির নিচে খুঁটির মোট দৈর্ঘ্য,
$= \frac{১}{৩} + \frac{১}{২} = \frac{২ + ৩}{৬} = \frac{৫}{৬}$ অংশ
মনেকরি,
খুঁটির মোট অংশ = ১
$\therefore$ পানির উপরে আছে $= ১ - \frac{৫}{৬}$ অংশ
$= \frac{৬ - ৫}{৬}$ অংশ
$= \frac{১}{৬}$ অংশ

৫০। 60 মিটার বিশিষ্ট একটি রশিকে 3 : 7 : 10 অনুপাতে ভাগ করলে, বড় ও ছোট অংশের পার্থক্য কত?

(ক) 30 মিটার
(খ) 9 মিটার
(গ) 21 মিটার*
(ঘ) 39 মিটার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মনেকরি,
রশির টুকরাগুলোর সাইজ যথাক্রমে 3x, 7x ও 10x মিটার
শর্তমতে,
$3x + 7x + 10x = 60$
$\Rightarrow 20x = 60$
$\Rightarrow x = \frac{60}{20}$
$\therefore x = 3$
$\therefore$ বড় অংশের পরিমাণ $= 10 \times 3 = 30$ মিটার
ছোট অংশের পরিমাণ $= 3 \times 3 = 9$ মিটার
$\therefore$ বড় ও ছোট অংশের পার্থক্য $= (30 - 9) =$ 21 মিটার

Biddabari
your success benchmark

৫১। কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরের পার্থক্য 2 এবং সমষ্টি 16 হলে, ভগ্নাংশটি কত?

(ক) $\frac{8}{9}$

(খ) $\frac{7}{9}$ *

(গ) $\frac{6}{9}$

(ঘ) $\frac{5}{9}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
ভগ্নাংশের লব ও হরের পার্থক্য 2 এবং সমষ্টি 16
মনেকরি,
ভগ্নাংশটির লব = x
∴ ভগ্নাংশটির হর = 16 – x
শর্তমতে,
16 – x – x = 2
⇒ 16 – 2x = 2
⇒ 16 – 2 = 2x
⇒ 14 = 2x
∴ x = 7
∴ ভগ্নাংশটি = $\frac{x}{16-x} = \frac{7}{16-7} = \frac{7}{9}$

৫২। একটি সোনার গহনার ওজন 16 গ্রাম। এতে সোনা ও তামার অনুপাত 3 : 1। এতে কী পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত 4 : 1 হবে?

(ক) 6 গ্রাম
(খ) 8 গ্রাম
(গ) 4 গ্রাম*
(ঘ) 5 গ্রাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
গহনায় সোনা ও তামার অনুপাত = 3 : 1
অনুপাত দুইটির যোগফল = 3 + 1 = 4
∴ সোনার পরিমাণ = 16 এর $\frac{3}{4}$ = 12 গ্রাম
তামার পরিমাণ = 16 এর $\frac{1}{4}$ = 4 গ্রাম
ধরি,
সোনা মেশাতে হবে x গ্রাম
শর্তমতে,
12 + x : 4 = 4 : 1
⇒ $\frac{12+x}{4} = \frac{4}{1}$
⇒ 12 + x = 16
⇒ x = 16 – 12
∴ x = 4
∴ সোনা মেশাতে হবে 4 গ্রাম।

৫৩। 4 ÷ 0.125 = কত?

(ক) 64
(খ) 32*
(গ) 16
(ঘ) 48

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
4 ÷ 0.125
= 4 ÷ $\frac{125}{1000}$
= 4 × $\frac{1000}{125}$
= 4 × 8 = 32

৫৪। দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 7। উভয় সংখ্যার সাথে 10 যোগ করলে নতুন অনুপাত হবে 1 : 2। বড় সংখ্যাটি কত?

(ক) 70*
(খ) 30

Biddabari your success benchmark

(গ) 100
(ঘ) 40

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 7
মনেকরি,
ছোট সংখ্যাটি 3x এবং বড় সংখ্যাটি 7x
শর্তমতে,
$3x + 10 : 7x + 10 = 1 : 2$
$\Rightarrow \frac{3x + 10}{7x + 10} = \frac{1}{2}$
$\Rightarrow 7x + 10 = 6x + 20$
$\Rightarrow 7x - 6x = 20 - 10$
$\Rightarrow x = 10$
$\therefore$ বড় সংখ্যাটি $= 7 \times 10 = 70$

৫৫। কত টাকার $\frac{৭}{৯}$ অংশ ৭০০ টাকার $\frac{৯}{১০}$ অংশের সমান?

(ক) ৬৩০
(খ) ৮০০
(গ) ৮১০*
(ঘ) ৮২০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মনেকরি,
x এর $\frac{৭}{৯}$ = ৭০০ এর $\frac{৯}{১০}$
$\Rightarrow \frac{৭x}{৯} = ৬৩০$
$\Rightarrow ৭x = ৬৩০ \times ৯$
$\Rightarrow x = \frac{৬৩০ \times ৯}{৭}$
$\Rightarrow x = ৯০ \times ৯$
$\therefore x = ৮১০$
$\therefore$ নির্ণেয় টাকা ৮১০।

৫৬। 16 : 25 অনুপাতের উভয়পদ থেকে কত বিয়োগ করলে অনুপাতের মান $\frac{1}{2}$ হবে?

(ক) 6
(খ) 7*
(গ) 13
(ঘ) 1

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মনেকরি, বিয়োগ করতে হবে = x
প্রশ্নমতে,
$(16 - x) : (25 - x) = \frac{1}{2}$
$\Rightarrow \frac{16 - x}{25 - x} = \frac{1}{2}$
$\Rightarrow 32 - 2x = 25 - x$
$\Rightarrow 32 - 25 = -x + 2x$
$\Rightarrow 7 = x$
$\therefore x = 7$
$\therefore$ বিয়োগ করতে হবে 7.

৫৭। ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৫ ঘন্টার কত অংশ?

(ক) $\frac{২}{৩}$
(খ) $\frac{৩}{৫}$
(গ) $\frac{৩}{৪}$
(ঘ) $\frac{১}{৩}$ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
১ ঘন্টা ৪০ মিনিট = (৬০ + ৪০) = ১০০ মিনিট
৫ ঘন্টা = (৫ × ৬০) = ৩০০ মিনিট

Biddabari your success benchmark

$\therefore$ ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৫ ঘন্টার = $\frac{১০০}{৩০০} = \frac{১}{৩}$ অংশ

৫৮। পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 11 : 4। পিতার বয়স 44 বছর হলে, পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি কত?

(ক) 56 বছর
(খ) 60 বছর*
(গ) 64 বছর
(ঘ) 70 বছর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 11 : 4
মনেকরি,
পিতার বয়স 11x বছর
পুত্রের বয়স 4x বছর
শর্তমতে,
$11x = 44$
$\Rightarrow x = \frac{44}{11}$
$\therefore x = 4$
$\therefore$ পুত্রের বয়স = $(4 \times 4) = 16$ বছর
$\therefore$ পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি = (44 + 16) বছর
= 60 বছর

৫৯। $\frac{0.1 \times 1.1 \times 1.2}{0.01 \times 0.02}$ এর মান কত?

(ক) 600
(খ) 560
(গ) 500
(ঘ) 660*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
$\frac{0.1 \times 1.1 \times 1.2}{0.01 \times 0.02}$
$= \frac{\frac{1}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{12}{10}}{\frac{1}{100} \times \frac{2}{100}}$
$= \frac{1 \times 11 \times 12}{10 \times 10 \times 10} \times \frac{100 \times 100}{2}$
$= (11 \times 12) \times 5$
$= 660.$

৬০। দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল তাদের যোগফলের $\frac{1}{3}$ অংশ। সংখ্যা দুইটির অনুপাত কত?

(ক) 1 : 3
(খ) 2 : 3
(গ) 2 : 1*
(ঘ) 3 : 2

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
মনেকরি,
সংখ্যা দুইটি x ও y
শর্তমতে,
$x - y = \frac{1}{3}(x + y)$
$\Rightarrow \frac{x + y}{x - y} = \frac{3}{1}$
$\Rightarrow \frac{x + y + x - y}{x + y - x + y} = \frac{3 + 1}{3 - 1}$ [যোজন-বিয়োজন করে]
$\Rightarrow \frac{2x}{2y} = \frac{4}{2}$
$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{2}{1}$
$\therefore x : y = 2 : 1$
$\therefore$ সংখ্যা দুইটির অনুপাত = 2 : 1.

Bidyabari
your success benchmark

৬১। দ্বৈত শাসনের প্রবক্তা কে ছিলেন?

(ক) লর্ড কর্নওয়ালিস

(খ) উইলিয়াম বেন্টিংক

(গ) ওয়ারেন হেস্টিংস

(ঘ) রবার্ট ক্লাইভ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দ্বৈত শাসনের প্রবক্তা ছিলেন **রবার্ট ক্লাইভ।**
- ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে উপমহাদেশের মূল শাসন ক্ষমতা চলে যায় রবার্ট ক্লাইভের হাতে।
- তিনি ১৭৬৫ সালে দ্বৈত শাসন নীতি নামে এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা চালু করেন।
- এই নীতি অনুসারে বিচার ও শাসন ক্ষমতা থাকে নবাবের হাতে এবং রাজস্ব ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোম্পানির উপর।
- এর ফলশ্রুতিতে ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।
- ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসনের অবসান করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৬২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কত সনে?

(ক) ১৭৫৭ সালে

(খ) ১৭৬৫ সালে

(গ) ১৭৯৩ সালে*

(ঘ) ১৭৯৫ সালে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- **১৭৯৩ সালের ২২ মার্চে** লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হল এক ধরণের ভূমি রাজস্ব বা কর ব্যবস্থা।
- এটি কর্নওয়ালিস ও বাংলার ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চিরস্থায়ী চুক্তি। চুক্তির ফলে বাংলাতে জমিদার প্রথার উদ্ভব হয়।
- ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপের মাধ্যমে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ ঘটে।
- অন্যদিকে, ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি

৬৩। ইংরেজদেরকে বাংলায় বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন কোন সম্রাট?

(ক) আকবর

(খ) শাহজাহান*

(গ) ফররুখশিয়ার

(ঘ) আওরঙ্গজেব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৬৩৩ সালে **সম্রাট শাহজাহান** ইংরেজদেরকে বাংলার হরিপুরে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন।

- ইংরেজরা প্রথম ভারতবর্ষে আসে ১৬০০ সালে সম্রাট আকবরের শাসনামলে।
- তারা ১৬১২ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে সুরাটে।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রথম ইংরেজ দূত নিযুক্ত হন টমাস রো।
- এরপর ১৬৩৩ সালে হুগলিতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন সুবেদার শাহ সুজা।
- ১৬৫৮ সালে তারা কাশিমবাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।
- এরপর ১৬৯০ সালে জব চার্নক সম্রাট আওরঙ্গজেবের থেকে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুরের জুমিদারি লাভ করে।
- ১৮৫৭ সালে সর্বশেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ দিল্লির অধিকার পুরোপুরিভাবে ইংরেজদের দখলে দিয়ে দেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি এবং বাংলাপিডিয়া।

৬৪। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলার গভর্নর কে ছিলেন?

(ক) রবার্ট ক্লাইভ

(খ) লর্ড বেন্টিঙ্ক

(গ) জন কার্টিয়ার*

(ঘ) জর্জ নর্থব্রুক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন **জন কার্টিয়ার।**
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সংঘটিত হয় বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০ সালে)।
- এর অন্যতম কারণ ছিল লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন নীতি।
- এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ কোটি মানুষ মারা যায় (বাংলার এক তৃতীয়াংশ)।
- এ সময় দিল্লির সম্রাট ছিলেন শাহ আলম।
- অপরদিকে, রবার্ট ক্লাইভ বাংলার প্রথম গভর্নর।
- লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদ করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি এবং বাংলাপিডিয়া।

৬৫। স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তক ছিলেন-

(ক) লর্ড ডালহৌসি*

(খ) লর্ড ক্যানিং

(গ) লর্ড বেন্টিঙ্ক

(ঘ) লর্ড ওয়েলেসলি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তক ছিলেন **লর্ড ডালহৌসি।**
- এই নীতির আওতায় কোনো রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার এলাকা সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।
- এছাড়া লর্ড ডালহৌসি ব্রিটিশ ভারতে প্রথম টেলিগ্রাফ এবং ডাকটিকিট চালু করেন।

vidyabari your success benchmark

- তিনি ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেন।
- তিনি ১৮৫৩ সালে উপমহাদেশের প্রথম রেলপথ চালু করেন।
- অপরদিকে, লর্ড ক্যানিং ছিলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়।
- লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদ করেন।
- লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি এবং বাংলাপিডিয়া।

৬৬। নীল কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন?

(ক) বামফিল্ড ফুলার

(খ) লর্ড মেয়ো

(গ) ডব্লিউ এস সিটনকার*

(ঘ) লর্ড ওয়াভেল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নীল কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন **ডব্লিউ এস সিটনকার।**
- নীল বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৫৯ সালে।
- এই আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ ছিলেন সর্দার বিশ্বনাথ।
- এই বিদ্রোহ শুরু হয় বৃহত্তর যশোর এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে।
- এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠিত হয়।
- এই কমিশন গঠনের ফলে নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন করা হয়।
- ১৮৯২ সালে কৃত্তিম নীল আবিষ্কারের ফলে উপমহাদেশে নীল চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।
- অপরদিকে, বামফিল্ড ফুলার ছিলেন বঙ্গভঙ্গের সময় পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রদেশের গভর্নর।
- লর্ড মেয়ো উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারী চালু করেন (১৮৭২ সালে) ।
- লর্ড ওয়াভেল তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় ভারতের গর্ভনর জেনারেল ছিলেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৬৭। বঙ্গভঙ্গ রদের পর অবিভক্ত বাংলার প্রথম গভর্নর হন কে?

(ক) অ্যান্ডু ফ্রেজার

(খ) বামফিল্ড ফুলার

(গ) লর্ড কারমাইকেল *

(ঘ) লর্ড ডানডাস

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বঙ্গভঙ্গ রদের পর অবিভক্ত বাংলার প্রথম গভর্নর ছিলেন **লর্ড কারমাইকেল।**
- তিনি (১৯১২-১৯১৭) সাল পর্যন্ত অবিভক্ত দুই বাংলার গভর্নর ছিলেন । তিনি গভর্নর শাসিত প্রদেশ হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার পর বাংলার প্রথম গভর্নর ছিলেন।
- অপরদিকে, বঙ্গভঙ্গের সময় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্নর ছিলেন বামফিল্ড ফুলার এবং বাংলা প্রদেশের গভর্নর ছিলেন অ্যান্ডু ফ্রেজার।
- 'বিভেদ ও শাসন নীতি' অনুসরণ করে ১৯০৫ সালে বাংলাকে বিভিক্ত করেন লর্ড কার্জন।

- পরবর্তীতে কংগ্রেস ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।
- বাংলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে যুক্ত ছিলেন যেসব গভর্নরগণ:

নীল কমিশন গঠন	জন পিটার গ্রান্ট
স্বদেশী আন্দোলন	অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার
ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা	লর্ড ডানডাস
তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ	জন আর্থার হার্বার্ট
ভাষা আন্দোলন	ফিরোজ খান নুন
যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	চৌধুরী খালেকুজ্জামান

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া।

৬৮। 'Muhammmadan Anglo Oriental College' প্রতিষ্ঠা করেন কে?

(ক) সৈয়দ আমীর আলী

(খ) স্যার সৈয়দ আহমদ খান*

(গ) স্যার সলিমুল্লাহ

(ঘ) নওয়াব আবদুল লতিফ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'Muhammmadan Anglo Oriental College' প্রতিষ্ঠা করেন **স্যার সৈয়দ আহমদ খান।**
- মুসলমানদের মধ্যে পশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৫ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন।
- কলেজটি ১৯২০ সালে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে' উন্নীত হয়।
- স্যার সৈয়দ আহমদ খান ভারতের মুসলিম জাগরণের প্রথম অগ্রদূত বলা হয়।
- তিনি আলীগড় আন্দোলনের নেতা ছিলেন।
- অপরদিকে, সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি ছিলেন।
- স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা।
- নওয়াব আবদুল লতিফকে বলা হয় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের প্রাণ পুরুষ।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৬৯। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন কত সালে?

(ক) ১৮১৫ সালে

(খ) ১৮৩০ সালে

(গ) ১৮৩১ সালে*

(ঘ) ১৮৩৭ সালে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তিতুমীর **১৮৩১ সালে** কলকাতার নিকটবর্তী বারাসাতের নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করেন।
- ইতিহাসে এই কেল্লাই নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা নামে বিখ্যাত।
- ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে তিনি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই দুর্গটি নির্মাণ করেন।

vidyabari your success benchmark

- তিতুমীর হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং জমিদার ও ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে উৎসাহিত করেন।
- তিনিই প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।
- ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ 'বারাসাতের বিদ্রোহ' নামে পরিচিত ছিল।
- এছাড়াও তিনি চব্বিশ পরগনার কিছু অংশ, নদীয়া ও ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭০। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন-

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

(খ) এ কে ফজলুল হক*

(গ) খাজা নাজিম উদ্দিন

(ঘ) মোহাম্মাদ আলী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন **এ কে ফজলুল হক** (১৯৪৭-১৮৪৩) ।
- তার দলের নাম ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। দলীয় প্রতীক ছিল হুক্কা।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে।
- ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকে (১৯৩৭-১৯৪৭) বাংলায় ৪ টি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়ঃ ফজলুল হকের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা, খাজা নাজিম উদ্দিনের মন্ত্রীসভা এবং সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভা।
- অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন।
- অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় এবং সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭১। নীল বিদ্রোহের সূচনা হয় কত সালে?

(ক) ১৮৫৯ সালে*

(খ) ১৮৬০ সালে

(গ) ১৮৬১ সালে

(ঘ) ১৮৬২ সালে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নীল বিদ্রোহের সূচনা হয় **১৮৫৯ সালে।**
- এই আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ ছিলেন সর্দার বিশ্বনাথ।
- এই বিদ্রোহ শুরু হয় বৃহত্তর যশোর এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে।
- যশোরে নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন নবীন মাধব এবং বেনী মাধব নামের দুই ভাই।
- এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠিত হয়।
- নীল কমিশনের চেয়ারম্যান সিলেন ডব্লিউ এস সিটনকার।
- এই কমিশন গঠনের ফলে নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন করা হয়।
- ১৮৯২ সালে কৃত্তিম নীল আবিষ্কারের ফলে উপমহাদেশে নীল চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭২। বাংলার নারীরা প্রথমবারের মত কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে?

(ক) স্বদেশী আন্দোলন*

(খ) সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

(গ) খিলাফত আন্দোলন

(ঘ) অসহযোগ আন্দোলন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলার নারীরা প্রথমবারের মত **স্বদেশী আন্দোলনে** অংশগ্রহণ করে।
- ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নের্তৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।
- এই আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৫ সালে এবং শেষ হয় ১৯০৮ সলে।
- এই আন্দোলনের মূল কর্মসূচী ছিল ২ টিঃ বয়কট ও স্বদেশী।
- এর স্লোগান 'বন্দে মাতরম' গানটি রচনা করেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে বাঙ্গালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনা করেন।
- আন্দোলনের সমর্থনে গঠিত ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান ছিলেন পুলিন বিহারী দাস।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭৩। নিচের কোন ব্যক্তি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না?

(ক) প্রফুল্ল চাকী

(খ) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

(গ) মঙ্গল পান্ডে*

(ঘ) বাঘা যতীন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- **মঙ্গল পান্ডে** সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না।
- তিনি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম বিদ্রোহকারী।
- বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালে যা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।
- এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ প্রফুল্ল চাকী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম বসু, মাস্টার দা সূর্যসেন প্রমুখ।
- এই আন্দোলনের সর্ব কনিষ্ঠ বিপ্লবী ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপের অপরাধে তাকে ফাসি দেয়া হয়।
- প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরাম বসুর সহযোগী ছিলেন। গ্রেফতার হবার আগেই তিনি নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন।
- বাঘা যতীন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে অস্ত্র এনে 'জার্মান প্লট' গঠন করেন।
- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন এই আন্দোলনের নারী বিপ্লবী।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭৪। রাওলাট আইন প্রবর্তন করা হয় কত সালে?

(ক) ১৯১৬

(খ) ১৯১৮

(গ) ১৯১৯*

(ঘ) ১৯২০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রাওলাট আইন প্রবর্তন করা হয় **১৯১৯ সালে।**
- এই আইনের বিষয়বস্তু ছিল বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার।
- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করার জন্য বিচারপতি সিডনি আর্থার টেইলর রাওলাট এই আইন প্রবর্তন করেন।
- ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।
- এই আন্দোলন ১৮২২ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭৫। বঙ্গের মূল পরিকল্পনাকারী বলা হয় কাকে?

(ক) ব্যামফিল্ড ফুলার

(খ) লর্ড হার্ডিঞ্জ

(গ) লর্ড কার্জন

(ঘ) অ্যান্ড্রু ফ্রেজার*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বঙ্গের মূল পরিকল্পনাকারী বলা হয় **এন্ড্রু ফ্রেজারকে।**
- তিনি বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলা প্রদেশের গভর্নর হন।
- তার পরিকল্পনা আনুযায়ী লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে 'বিভেদ ও শাসন নীতির' উপর ভিত্তি করে বাংলাকে ২ ভাগে বিভক্ত করেন।
- একটি হলো পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ যার রাজধানী হয় ঢাকা এবং অপরটি হলো বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী হয় কলকাতা।
- পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রদেশের গভর্নর ছিলেন বামফিল্ড ফুলার।
- বঙ্গভঙ্গকে প্রথম সমর্থন জানান নবাব সলিমুল্লাহ।
- বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭৬। অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৩৭*

(খ) ১৯৩৫

(গ) ১৯৩৪

(ঘ) ১৯৩২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় **১৯৩৭ সালে**।
- এই নির্বাচনে ৩ টি দল অংশগ্রহণ করে। দলগুলো হলোঃ

দলের নাম	**দলীয় প্রতীক**	**দলীয় প্রধান**
কৃষক প্রজা পার্টি	হুক্কা	এ কে ফজলুল হক
মুসলিম লীগ	চাঁদ তারা	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
কংগ্রেস	পাঞ্জা	শরত বসু

- এই নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি জয়লাভ করে।
- নির্বাচনে ফজলুল হকের নির্বাচনী এলাকা ছিল পটুয়াখালী ।
- তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭৭। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের প্রাণ পুরুষ বলা হয় কাকে?

(ক) সৈয়দ আমীর আলী

(খ) স্যার সৈয়দ আহমদ খান

(গ) স্যার সলিমুল্লাহ

(ঘ) নওয়াব আবদুল লতিফ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের প্রাণ পুরুষ বলা হয় **নওয়াব আবদুল লতিফকে।**
- তিনি মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারেসি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি প্রথম মুসলিম হিসেবে ১৮৬২ সালে বাংলার আইন পরিষদের সদস্য হন।
- নীল চাষীদের সুরক্ষায় তিনি নীল কমিশন গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।
- অপরদিকে, সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি ছিলেন।
- স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা।
- স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে ভারতের মুসলিম জাগরণের প্রথম অগ্রদূত বলা হয়।
- তিনি আলীগড় আন্দোলনের নেতা ছিলেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭৮। উপমহাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হয় কত সালে?

(ক) ১৮৫৭

(খ) ১৮৫৮

(গ) ১৮৬০*

(গ) ১৮৬২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপমহাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হয় **১৮৬০ সালে।**

vidyabari your success benchmark

- প্রথম বাজেট প্রণয়ন করেন লর্ড ক্যানিং।
- তিনি ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন।
- তিনি ভারতে পুলিশ প্রশাসন (১৮৬১) এবং কাগজী মুদ্রা (১৮৬১) চালু করেন।
- এছাড়া তিনি ফৌজদারি কার্য প্রণালি বিধি প্রকাশ করেন।
- ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে উপমহাদেশে রাণীর শাসন শুরু হলে তাকে ভাইসরয়ের শাসন ভার দেয়া হয়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৭৯। ভারতীয় উপমহাদেশের পুরুষগণ ভোটাধিকার লাভ করে কোন আইনের মাধ্যমে?

(ক) মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন*

(খ) মর্লি মিন্টো আইন

(গ) ফৌজদারি কার্যবিধি

(ঘ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভারতীয় উপমহাদেশের পুরুষগণ ভোটাধিকার লাভ করে **মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন** বা ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে।
- ব্রিটিশ ভাইসরয় চেমসফোর্ড ও সচিব মন্টেগু মিলে ১৯১৯ সালে এই আইন প্রণয়ন করেন।
- এটি ভারতীয় মন্ত্রী এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি তৈরি করে।
- অপরদিকে, মর্লি মিন্টো আইনটি লর্ড মিন্টো ১৯০৯ সালে সংস্কার করেন। এই আইন অনুসারে ভারতীয় মুসলিমরা পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি লাভ করে।
- ফৌজদারি কার্য প্রণালি বিধি প্রকাশ করেন লর্ড ক্যানিং।
- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে লর্ড উইলিংডন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

৮০। ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনে সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন-

(ক) সর্দার বিশ্বনাথ

(খ) ভবানী পাঠক*

(গ) মজনু শাহ

(ঘ) নবীন মাধব

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনে সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন **ভবানী পাঠক** এবং ফকিরদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠনের পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন ছিল ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন।
- এর সময়কাল ছিল ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।
- ফকির মজনু শাহের নের্তৃত্বে প্রথম আন্দোলন হয় রংপুরে।

Siddabari your success benchmark

- সন্ন্যাসীদের প্রথম বিদ্রোহ সংঘটিত হয় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে।
- সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি রচনা করেন।
- অপরদিকে, সর্দার বিশ্বনাথ এবং নবীন মাধব ছিলেন নীল বিদ্রোহের নেতা।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

Biddabari
your success benchmark

Biddabari
your success benchmark